বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

২নং অরফ্যানেজ রোড, বখশি বাজার, ঢাকা-১২১১
Website: www.bmeb.gov.bd, **E-mail:** info@bmeb.gov.bd, **Fax:** 58616681, 58617908, 9615576

স্মারক নং- ৩৭.১৬.০০০০.০০৯.২৩.০০২.১৯-৭৮ তারিখ: ০৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২০খ্রি.

বিষয় : "শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২০" উদযাপন প্রসঙ্গে

সূত্র : কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের স্মারক নং- ৫৭.০০.০০০০.০৪০.৯৯.০০১.১৭(অংশ-২)-১৩০; তারিখ: ২৮ জানুয়ারি ২০২০

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত গত ০৫ জানুয়ারি ২০২০খ্রি. তারিখের আন্ত:মন্ত্রণালয় সভায় গৃহীত নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২০খ্রি. শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২০ উদযাপন উপলক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক সূত্রোক্ত স্মারকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

- একুশে ফেব্রুয়ারি দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের ভবনসমূহে সঠিক নিয়মে, সঠিক রং ও মাপের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে অর্ধনমিত রাখা, সূর্যোদয়ের সময়ে পতাকা উত্তোলন এবং সূর্যাস্তের সময় পতাকা নামানো;
- যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি পালনের লক্ষ্যে জাতীয় কর্মসূচীর সাথে সংগতি রেখে দেশের সকল মাদ্রাসায় স্ব-স্ব কর্মসূচী প্রণয়ন পূর্বক দিবসটি উদ্‌যাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

বর্ণিত অবস্থায়, ২১ ফেব্রুয়ারি-২০২০ খ্রি. এ শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে আন্ত:মন্ত্রণালয় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড এর আওতাধীন দেশের সকল মাদ্রাসার পরিচালনা কমিটি ও অধ্যক্ষ/সুপারকে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্ত: বর্ণনা মোতাবেক ০৯ (নয়) পাতা।

০৯.০২.২০২০
মোঃ সিদ্দিকুর রহমান
রেজিস্ট্রার
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ফোনঃ ৯৬১২৮৫৮
০৯/০২/২০২০

প্রাপকঃ ১) সভাপতি- ম্যানেজিং কমিটি/গভার্ণিং বডি/এডহক কমিটি;
২) অধ্যক্ষ/সুপার, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা এর আওতাধীন দেশের সকল মাদ্রাসা।

স্মারক নং- ৩৭.১৬.০০০০.০০৯.২৩.০০২.১৯-৭৮(১২) তারিখ: ০৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২০খ্রি.

অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
২. উপমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
৩. পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক/পরিদর্শক/প্রকাশনা নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা;
৪. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
৫. জেলা প্রশাসক (সকল);
৬. উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল);
৭. জেলা শিক্ষা অফিসার (সকল);
৮. উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, সকল;
(তাঁকে উপজেলা পর্যায়ে মাদ্রাসাসমূহে নির্দেশনা মোতাবেক শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২০ এর কর্মসূচীসমূহ যথাযথভাবে উদযাপনের বিষয়টি তদারকি নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ সহ)
৯. প্রোগ্রামার (আইসিটি সেল), বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা;
(তাঁকে পত্রটি বোর্ডের ওয়েব সাইটে প্রকাশ ও বহুল প্রচারের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো)
১০. সদস্যবৃন্দ- গভার্নিং বডি/ম্যানেজিং কমিটি/এডহক কমিটি, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা এর আওতাধীন দেশের সকল মাদ্রাসা;
১১. পি ও টু চেয়ারম্যান/পি এ টু রেজিস্ট্রার/পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক/পরিদর্শক, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা;
১২. অফিস কপি।

৯/২/২০২০
মোঃ ওমর ফারুক
উপ-রেজিস্ট্রার (প্রশাসন)
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ফোনঃ ৯৬৭৪৮৭৪
০৯/০২/২০২০

১১৭
২৮/০১/২০২০

অতীব জরুরী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
শাখা-১ (প্রশাসন ও অর্থ)
www.tmed.gov.bd.

স্মারক নং-৫৭.০০.০০০০.০৪০.৯৯.০০১.১৭ (অংশ-২)-**১৩০**

তারিখঃ ১৪ মাঘ, ১৪২৬ / ২৮ জানুয়ারি, ২০২০

বিষয়: শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২০ উদযাপন উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত আন্ত:মন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণী।

সূত্র: সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-৪৩.০০.০০০০.১২৪.২৩.১৪৫.১৯.২১; তারিখ: ০৯/০১/২০২০ খ্রি.।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত পত্রের নির্দেশনা মোতাবেক কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থাসমূহের জন্য প্রযোজ্য কর্মসূচী অনুযায়ী পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো (কপি সংযুক্ত)।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে ০৪ (চার) পাতা।

২৮/০১/২০২০
(মীর জাহিদ হাসান)
উপসচিব (প্রশাসন ও অর্থ)
☎: ৯৫৭৫৮০৭

বিতরণ: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
২। মহাপরিচালক, মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর, রেডক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার, ৩৭/৩/এ ইস্কাটন রোড, ঢাকা।
৩। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, আগারগাঁও, ঢাকা।
৪। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ২নং অরফানেজ রোড, বকশীবাজার, ঢাকা।
৫। পরিচালক, জাতীয় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমী (নেকটার), বগুড়া।
৬। অধ্যক্ষ, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট, বোর্ড বাজার, গাজীপুর।

অনুলিপিঃ

১. যুগ্মসচিব (প্রশাসন ও অর্থ), কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২. সচিবের একান্ত সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩. অফিস কপি।

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
রেজিস্ট্রার মহোদয়ের দপ্তর
ডায়রী নং- ২৬৩৬
পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক
পরিদর্শক
প্রকাশনা নিয়ন্ত্রক
উপ-রেজিস্ট্রার প্রশাসন / কমন
উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক গোপ./ পরীক্ষা
হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা
আইসিটি/কম্পিউটার কেন্দ্র
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
রেজিস্ট্রার
২৮/০২/২০২০

-৭২-

শিক্ষা মন্ত্রণালয়
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
সচিবের দপ্তর
ডায়েরী নং ২০৫ তারিখ ২২/০১/২০২০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(www.moca.gov.bd)

শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২০ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত আন্ত:মন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	জনাব কে এম খালিদ, এমপি মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সভার স্থান	:	বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালার সেমিনার হল।
সভার তারিখ ও সময়	:	০৫ জানুয়ারি ২০২০, সকাল ১১.০০টা

সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের তালিকা: পরিশিষ্ট 'ক'

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অত:পর সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোঃ আবু হেনা মোস্তফা কামাল, এনডিসি সভাকে অবহিত করেন যে, প্রতিবছর অত্যন্ত সফলতার সাথে শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করা হচ্ছে। এ বছর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর বিশেষ অবদানের বিষয়টি শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের বিভিন্ন কর্মসূচিতে উপস্থাপন করা হবে। দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে একটি খসড়া কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে। অতঃপর সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২০ এর কর্মসূচিসমূহ উপস্থাপন করেন এবং এ বিষয়ে নিম্নরূপ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্রমিক	কর্মসূচি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১.	একুশে ফেব্রুয়ারি দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি ভবনসমূহে সঠিক নিয়মে, সঠিক রং ও মাপের জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হবে। সূর্যোদয়ের সময়ে পতাকা উত্তোলন এবং সূর্যাস্তের সময় পতাকা নামাতে হবে। পতাকা অর্ধনমিত করার ক্ষেত্রে সঠিক নিয়ম অনুসরণ করতে হবে। পতাকার সঠিক মাপ ও উত্তোলনের নিয়ম সম্পর্কে সকলকে সচেতন করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার, সকল বেসরকারি টেলিভিশন/বেতার এবং সকল প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বিভাগ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, তথ্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার, বাসস, সকল সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং বেসরকারি ভবনসমূহ স্ব স্ব উদ্যোগে।
২.	যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি পালনের লক্ষ্যে জাতীয় কর্মসূচির সাথে সংগতি রেখে দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্ব-স্ব কর্মসূচি প্রণয়নপূর্বক দিবসটি উদ্‌যাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল ও মাদ্রাসাসমূহও যাতে যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি উদ্‌যাপন করে সে বিষয়ে বিশেষভাবে তত্ত্বাবধান করতে হবে। এ বিষয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বিভাগ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন কর্তৃক দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান।	মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বিভাগ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা/মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড
৩.	জাতীয় অনুষ্ঠানের সঙ্গে সংগতি রেখে সকল সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদসমূহে যথাযোগ্য মর্যাদায় শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২০ উদ্‌যাপন করতে হবে। এ বিষয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান।	স্থানীয় সরকার বিভাগ

ক্রমিক	কর্মসূচি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৪.	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, সিনেট সদস্যবৃন্দ, বিশ্ববিদ্যালয় অফিসার/কর্মচারি পরিষদ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৯ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার এলাকায় কর্মসূচি প্রণয়ন ও চূড়ান্তকরণ। (ক) একুশে ফেব্রুয়ারি রাতে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির ব্যবস্থা করা, যাতে মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পূর্বের ঐতিহ্য বজায় রেখে শহীদ মিনারে উপস্থিত হতে পারেন। মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য কখন শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করবেন, সে বিষয়ে রাষ্ট্রপতির কার্যালয় এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সাথে আলোচনা করে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং এস.এস.এফ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। (খ) মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের পর বিভিন্ন VIP ব্যক্তিবর্গ, ঢাকাস্থ বিদেশী দূতাবাসের প্রতিনিধিবর্গের, একুশে উদ্‌যাপন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, দপ্তর/সংস্থার প্রতিনিধিবর্গের ও রাজনৈতিক সংগঠনের পক্ষ থেকে শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা নিবেদনের ধারাক্রম নির্ধারণ করে এবং মিশন প্রধানগণের তালিকা প্রণয়ন করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সরবরাহ করতে হবে। প্রণীত ধারাক্রমটি সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করতে হবে। (গ) মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধা নিবেদনের পর নির্ধারিত ধারাক্রম অনুযায়ী বিভিন্ন VVIP, VIP ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা নিবেদনের লক্ষ্যে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত অতিরিক্ত আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী আরও ত্রিশ মিনিট নিরাপত্তায় নিয়োজিত থাকবে। ঘ) শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা নিবেদনের লক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও সচিব মহোদয় এবং এ মন্ত্রণালয় অধীনস্থ ঢাকাস্থ ১০টি প্রতিষ্ঠান প্রধানদের অনুকূলে এসএসএফ কর্তৃক প্রদত্ত নিরাপত্তা পাশ প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসংক্রান্ত তালিকা প্রেরণ করবে। (ঙ) ঢাকাস্থ বিদেশি দূতাবাসের প্রতিনিধিবর্গের নির্ধারিত ধারাক্রম অনুযায়ী শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা নিবেদনের বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ঢাকাস্থ বিদেশী দূতাবাসসমূহের সাথে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ করবে। বিদেশী দূতাবাসের প্রতিনিধিগণের গাড়ি পার্কিং-এর জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খেলার মাঠে প্রথম সারিতে স্থান চিহ্নিত করে রাখতে হবে। (চ) আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মর্যাদা সমুন্নত রাখার জন্য শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা নিবেদনের ক্ষেত্রে সকল প্রতিষ্ঠান, সংগঠন, ব্যক্তিবর্গ ও জনসাধারণ যাতে শৃঙ্খলা বজায় রাখে সে বিষয়ে গণমাধ্যমে প্রয়োজনীয় প্রচারণার ব্যবস্থা করতে হবে। (ছ) শহীদ মিনারে অর্পিত ফুলগুলো আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী ও বিএনসিসি সদস্যবৃন্দের সহায়তায় একুশে ফেব্রুয়ারি রাত ১২.০০ টা পর্যন্ত সাজিয়ে রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, জননিরাপত্তা বিভাগ/সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, এস.এস.এফ, র‌্যাব, গণপূর্ত আরবারি কালচার বিভাগ

ক্রমিক	কর্মসূচি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৫.	কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় অনুষ্ঠানমালা আয়োজনের জন্য সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হবে। অনুষ্ঠান আয়োজন সম্পন্ন হওয়ার পর বরাদ্দকৃত অর্থ যথানিয়মে সমন্বয় করে অনুষ্ঠান সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৬.	কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারসহ বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা এবং শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস অনুষ্ঠান পালনে নিয়োজিত সকল প্রতিষ্ঠান ও সংলগ্ন এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে।	জননিরাপত্তা বিভাগ/সুরক্ষা সেবা বিভাগ/ ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ/ র‍্যাব
৭.	সকল সরকারি ও বেসরকারি টেলিভিশন, রেডিও চ্যানেল এবং কমিউনিটি রেডিওসমূহ একুশের অনুষ্ঠানমালা প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ভাষা শহিদদের ভুল নাম উচ্চারণ করা হয়। ভাষা শহীদদের সঠিক নাম উচ্চারণের বিষয়ে জনসচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে সকল প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় এ বিষয়ে প্রচার-প্রচারণা কার্যক্রম গ্রহণ করবে।	তথ্য মন্ত্রণালয়/তথ্য অধিদপ্তর/ বিটিভি/বাংলাদেশ বেতার/ সকল বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল / বেতার/কমিউনিটি রেডিও
৮.	বাংলা একাডেমি চত্বরে অনুষ্ঠেয় একুশে গ্রন্থমেলার নিরাপত্তা জোরদার করার জন্য আইন প্রয়োগকারী সকল সংস্থা বিশেষত: ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ ও র‍্যাব প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে। গ্রন্থমেলায় প্রবেশের জন্য আর্চওয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। এ বিষয়ে বাংলা একাডেমি পৃথক সভা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় জননিরাপত্তা বিভাগ/সুরক্ষা সেবা বিভাগ/ বাংলা একাডেমি
৯.	আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২০ উপলক্ষে ঢাকা শহরের নিম্নোক্ত সড়ক দ্বীপসমূহ এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সুবিধাজনক স্থানসমূহে বাংলাসহ অন্যান্য দেশের বর্ণমালা সম্বলিত ফেস্টুন দ্বারা সজ্জিত করতে হবে: (ক) হোটেল সোনারগাঁও এবং হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল-এর সম্মুখস্থ সড়ক দ্বীপ। (খ) শিক্ষা ভবন থেকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পর্যন্ত সড়ক দ্বীপসমূহ। (গ) সচিবালয়সহ জিপিও মোড় ও বায়তুল মোকাররম উত্তর গেইট। (ঘ) হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের সড়ক দ্বীপসমূহ। (ঙ) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সম্মুখস্থ সড়ক দ্বীপ। (চ) শাপলা চত্বর, মতিঝিল। (ছ) শহীদ মিনার থেকে আজিমপুর কবর স্থান পর্যন্ত সড়ক দ্বীপসমূহ। (জ) ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র ও কার্জন হল সম্মুখস্থ সড়ক দ্বীপসমূহ । (ঝ) বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সম্মুখের সড়ক দ্বীপসমূহ । (ঞ) ঢাকা শহরের প্রবেশমুখসমূহ। (ট) চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঠ) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সম্মুখের সড়কদ্বীপসমূহ। বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষসমূহ সমন্বয় করে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, সড়ক ও জনপথ বিভাগ, গণপূর্ত বিভাগ, বাংলা একাডেমি, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট
১০.	একুশে ফেব্রুয়ারি রাতে শিক্ষাভবন থেকে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার হয়ে আজিমপুর কবরস্থান পর্যন্ত সড়ক ও আজিমপুর কবরস্থানে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করতে হবে এবং সার্বক্ষনিক বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার চত্বরে স্থায়ীভাবে পর্যাপ্ত আলোকিতকরণের ব্যবস্থা করতে হবে। রাস্তাঘাট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে প্রয়োজনীয় সংখ্যক জেনারেটরের ব্যবস্থা রাখতে হবে। জেনারেটর স্থাপনের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পিডিবি, ডিপিডিসি ও গণপূর্ত বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে জেনারেটর প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত করবে।	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোঃ (ডিপিডিসি), পিডিবি, গণপূর্ত অধিদপ্তর,
১১.	একুশে ফেব্রুয়ারি রাতে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার এলাকায় ফায়ার সার্ভিস টিম প্রস্তুত রাখতে হবে।	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স
১২.	একুশে ফেব্রুয়ারি রাতে ও দিনে শহীদ মিনার চত্বর এবং আজিমপুর কবরস্থান এলাকায় অতিরিক্ত জনসমাবেশ/ ভিড় নিয়ন্ত্রণ করে অপ্রীতিকর পরিস্থিতি রোধ করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পুলিশ বিভাগকে এ সকল বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে।	জননিরাপত্তা বিভাগ/সুরক্ষা সেবা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ

ক্রমিক	কর্মসূচি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১৩.	একুশে ফেব্রুয়ারির দিনে শহীদ মিনার এলাকার আশে পাশে অন্তত: ১০টি স্থানে ঢাকা ওয়াসা বিশুদ্ধ ও দূর্গন্ধমুক্ত খাবার পানি সরবরাহ করবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করে পানি সরবরাহের স্থান নির্ধারণ করতে হবে।	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ওয়াসা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, বাংলা একাডেমি
১৪.	জরুরি চিকিৎসার প্রয়োজনে সার্বক্ষণিক চিকিৎসা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শহীদ মিনার এলাকায় চিকিৎসা ক্যাম্প স্থাপন করতে হবে। অনুষ্ঠানস্থলে পর্যাপ্ত সংখ্যক এম্বুলেন্স প্রস্তুত রাখতে হবে। বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির সাথে যোগাযোগ করে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা নেয়া যেতে পারে।	ঢাকা মেডিকেল কলেজ, সিভিল সার্জন, ঢাকা, বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি,
১৫.	শহীদ মিনার এলাকার আশে পাশে ধুলাবালি রোধকল্পে সংশ্লিষ্ট এলাকায় পানি ছিটানোর ব্যবস্থা করতে হবে। শাহবাগ হতে টিএসসি, পলাশী হতে আজিমপুর চৌরাস্তা হয়ে আজিমপুর গোরস্তান পর্যন্ত রাস্তা জরুরিভিত্তিতে মেরামত/ সংস্কারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা ওয়াসা ঢাকা মাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (মেট্রোরেল প্রকল্প)
১৬.	আজিমপুর কবরস্থানে ফাতেহা পাঠ ও কোরআনখানির আয়োজন এবং ভাষা শহীদদের রুহের মাগফেরাতের জন্য দেশের সকল মসজিদ, মন্দির, গীর্জা ও অন্যান্য উপাসনালয়ে প্রার্থনার আয়োজন করতে হবে। প্রার্থনার সময় ভাষা শহীদদের সঠিক নাম ব্যবহার করতে হবে।	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
১৭.	শহীদ মিনারের আশেপাশে সুবিধাজনক স্থানে কমপক্ষে ২০টি ভ্রাম্যমাণ টয়লেট স্থাপন করতে হবে। মহিলাদের জন্য অতিরিক্ত ৫টি ভ্রাম্যমাণ টয়লেট স্থাপন করতে হবে। এছাড়া সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে মুক্ত মঞ্চে যে সকল টয়লেট রয়েছে তা গণপূর্ত অধিদপ্তর মেরামত করে ব্যবহার উপযোগী করবে। প্রয়োজনে আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে মানসম্পন্ন টয়লেটের ব্যবস্থা করতে হবে। টয়লেটসমূহ সার্বক্ষনিক পরিস্কার রাখার জন্য পরিচ্ছন্ন কর্মী রাখতে হবে। টয়লেসমূহে সার্বক্ষনিক পানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।	গণপূর্ত অধিদপ্তর, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা ওয়াসা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
১৮.	**বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ টেলিভিশন এবং বেসরকারি বেতার, টেলিভিশনে বিশেষ অনুষ্ঠানমালা সম্প্রচার এবং সংবাদ পত্রে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করণ:**	
	(ক) অন্যান্য বছরের ন্যায় এ বছরও বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ টেলিভিশন এবং বেসরকারি বেতার, টেলিভিশন ও কমিউনিটি রেডিও বিশেষ অনুষ্ঠানমালা সম্প্রচার এবং সংবাদপত্রসমূহে ক্রোড়পত্র ইত্যাদি প্রকাশের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর অবদানের বিষয়টি ক্রোড়পত্রে উপস্থাপন করতে হবে। শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের কর্মসূচি সংবাদ, আলোক চিত্র/ভিডিও চিত্র সম্প্রচার করবে। বিশেষ করে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থা বাংলা একাডেমি, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, কবি নজরুল ইন্সটিটিউট, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট-এর কর্মসূচি সম্প্রচারে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে। সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ তাদের স্ব স্ব কর্মসূচি বিভিন্ন বেতার এবং টেলিভিশনের নিউজ এডিটরগণকে অবহিত করবে। সংশ্লিষ্ট টেলিভিশনের নিউজ এডিটরগণ এ সকল সংবাদ এর সমন্বয় করে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। শহীদ দিবসের ভাবগাম্ভীর্য রক্ষা, শহীদ মিনারের মর্যাদা সমুন্নত রাখা, সুশৃঙ্খলভাবে শহীদ মিনারে শ্রদ্ধাঞ্জলী অর্পন ইত্যাদি বিষয়ে জনসচেতনতামূলক বক্তব্য/অনুষ্ঠান সকল সরকারি ও বেসরকারি গণমাধ্যমে সম্প্রচার করতে হবে। এ বিষয়ে তথ্য মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে।	তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, ডিএফপি, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, বাংলা একাডেমি, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, কবি নজরুল ইন্সটিটিউট, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন, বেসরকারি বেতার ও বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলসমূহ

ক্রমিক	কর্মসূচি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
	(খ) গণযোগাযোগ অধিদপ্তর ঢাকা মহানগরীতে ট্রাকের মাধ্যমে রাজপথে ভ্রাম্যমাণ সঙ্গীতানুষ্ঠান এবং নৌযানের সাহায্যে ঢাকা শহর সংলগ্ন নৌপথে সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজনসহ জেলা-উপজেলায় ভ্রাম্যমাণ চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এসকল অনুষ্ঠান শহীদ দিবসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এবং ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ হতে হবে। ডিএফপি শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে তিন ধরণের পোস্টার মুদ্রণ করবে। যার মধ্যে প্রথমটি হবে সার্বজনীন, দ্বিতীয়টি স্কুল-কলেজের শিশু-কিশোরদের জন্য এবং তৃতীয়টি বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনসমূহ ও বাংলাদেশে অবস্থিত বৈদেশিক দূতাবাসসমূহে প্রচারের জন্য। শিশু-কিশোরদের জন্য মুদ্রিত পোষ্টারে মাতৃভাষার সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে শিশু-কিশোরদের সচেতন করতে হবে। বিদেশে প্রচারের জন্য মুদ্রিত পোস্টারে "একুশে ফেব্রুয়ারি আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস" বাংলাসহ জাতিসংঘের স্বীকৃত ৬টি ভাষায় লেখার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। গণযোগাযোগ অধিদপ্তর এসকল পোস্টার সংশ্লিষ্ট সকলের মাঝে বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। একুশে ফেব্রুয়ারির অন্ততঃ ২০ দিন পূর্বে বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনসমূহে এবং বিভাগ ও জেলা পর্যায়ে পোস্টার পৌছাতে হবে। জেলা প্রশাসকগণ কর্তৃক উক্ত পোস্টার দ্রুত উপজেলায় বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনসমূহে মুদ্রিত পোস্টার প্রেরণের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, ডিএফপি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় জেলা প্রশাসক (সকল)
	(গ) উক্ত দিনে দেশি-বিদেশি সাংবাদিকদের জন্য সিকিউরিটি পাশের ব্যবস্থা গ্রহণ।	স্পেশাল ব্রাঞ্চ, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ
১৯.	বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনসমূহ শহীদ দিবস ও আর্ন্তজাতিক মার্তৃভাষা দিবস ২০১৯ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপন করা হবে। দিবসটি উপলক্ষ্যে শহীদ মিনানের পুষ্পস্তবক অর্পণ; মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রী, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রীর বাণী পাঠ; বঙ্গবন্ধু ও ভাষা আন্দোলন বিষয়ক আলোচনা সভা; পুস্তক ও চিত্র প্রদর্শনীসহ বিবিধ আয়োজন থাকবে। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দেশের কূটনীতিক ও বাঙালী অভিবাসীদের আমন্ত্রণ জানাতে হবে।	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়।
২০.	জাতীয় অনুষ্ঠানের সঙ্গে সংগতি রেখে জেলা/উপজেলা পর্যায়ের যুব সমাজকে সম্পৃক্ত করে শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২০ উদ্‌যাপন।	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
২১.	শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে শিশুদের নিয়ে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, ছড়া পাঠ, কবিতা পাঠ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন।	বাংলাদেশ শিশু একাডেমি বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি
২২.	শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মসূচি :	
	(ক) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক একুশে ফেব্রুয়ারি রাতে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় আলোচনাক্রমে সময় নির্ধারণ করবে।	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
	(খ) গ্রন্থমেলা, আলোচনা সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম আয়োজন: বাংলা একাডেমিতে ০১ ফেব্রুয়ারি ২০২০ থেকে মাসব্যাপী বইমেলার আয়োজন করা হবে। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, নজরুল ইন্সটিটিউট এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশনসহ বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থা এ গ্রন্থমেলায় অংশগ্রহণ করবে। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক আয়োজিত বইমেলা একুশের বইমেলার মাস বাদ দিয়ে পরবর্তী সময়ে করতে পারে।	বাংলা একাডেমি, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, কবি নজরুল ইন্সটিটিউট, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি

ক্রমিক	কর্মসূচি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
	(গ) শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে। একুশে প্রহর রাতে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পুষ্পস্তবক অর্পণের পর শহীদ মিনারের বেদিতে দেশ-বিদেশের শিশু শিল্পীদের অংশগ্রহণে 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো' গানটি পরিবেশনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি
	(ঘ) বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ও অধীনস্থ শাখা জাদুঘরসমূহ এবং প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের সকল প্রত্নস্থল ও জাদুঘরসমূহে শিশু-কিশোর, শিক্ষার্থী, বৃদ্ধ ও Autistic Children-দের বিনা টিকেটে পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হবে।	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর
	(ঙ) বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ও স্বাধীনতা জাদুঘরে প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন, ভাষা আন্দোলনের বিভিন্ন প্রামান্য নিদর্শন প্রদর্শন, শিশু-কিশোরদের সুন্দর বাংলা হাতের লেখা প্রতিযোগিতা আয়োজন এবং সেমিনার আয়োজন।	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর
	(চ) গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর, ঢাকা এবং বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা সরকারি গণগ্রন্থাগারসমূহে রচনা ও চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা এবং বঙ্গবন্ধু ও ভাষা আন্দোলন বিষয়ক আলোচনা সভা আয়োজন।	গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর
	(ছ) ভাষা আন্দোলনের শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশে আলোচনা সভা, সেমিনার, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আবৃত্তি অনুষ্ঠান, নান্দনিক হস্তাক্ষর লেখা প্রতিযোগিতা, রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে হবে।	গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান ও রাংগামাটি, কক্সবাজার সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক একাডেমি (বিরিশিরি) নেত্রকোনা, রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমি, মণিপুরী ললিতকলা একাডেমি, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট
২৩.	**জেলা সদর ও উপজেলা সদরের কর্মসূচি :** সকল জেলা ও উপজেলা সদরে জেলা/উপজেলা প্রশাসন যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি পালনের লক্ষ্যে জাতীয় কর্মসূচির সাথে সংগতি রেখে স্ব-স্ব কর্মসূচি প্রণয়নপূর্বক দিবসটি উদ্‌যাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। যে সকল উপজেলায় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী রয়েছে সে সকল উপজেলার প্রশাসন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী জনগণের জন্য একুশে ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠান আয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এ বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবে।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বিভাগ, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বিভাগীয় কমিশনার (সকল), জেলা প্রশাসক (সকল জেলা), উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল), যুগ্মসচিব (অনুষ্ঠান), সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

০২। শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২০ উদ্‌যাপনের সার্বিক কার্যক্রম তত্ত্বাবধায়ন ও সমন্বয়ের জন্য সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করা হবে। অন্যান্য সকল কাজ সম্পাদনের সুবিধার্থে সাব-কমিটি গঠন করতে হবে।

০৩। সভাপতি শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২০ যথাযথভাবে উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে সকলকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পুনরায় অনুরোধ জানান।

০৪। পরিশেষে সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

কে এম খালিদ, এমপি
প্রতিমন্ত্রী

-১১-

স্মারক: ৪৩.০০.০০০০.১২৪.২৩.১৪৫.১৯. ২৭

২৫ পৌষ ১৪২৬
৯ জানুয়ারি ২০২০

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ।
২। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি, মগবাজার, ঢাকা।
৩। সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। সিনিয়র সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৫। সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬। সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ।
৭। সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ।
৯। সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০। সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
১১। সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১২। সচিব, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৩। সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৪। সচিব, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৫। সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৬। সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৭। সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৮। সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৯। উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
২০। প্রধান তথ্য কর্মকর্তা, তথ্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ সচিবালয়।
২১। রেজিস্ট্রার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
২২। প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা।
২৩। মহাপরিচালক, র‍্যাব সদর দপ্তর, উত্তরা, ঢাকা।
২৪। কমিশনার, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, ঢাকা।
২৫। অতিরিক্ত সচিব/অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৬। মহাপরিচালক, প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা দপ্তর, ৩২ ক্যান্টনমেন্ট বাজার, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা।
২৭। মহাপরিচালক, এন.এস.আই, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
২৮। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা।
২৯। অতিরিক্ত আই.জি.পি, স্পেশাল ব্রাঞ্চ, রাজারবাগ, ঢাকা।
৩০। অধ্যক্ষ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ, ঢাকা।
৩১। চেয়ারম্যান, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, মতিঝিল, ঢাকা।
৩২। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, গুলশান, ঢাকা।
৩৩। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, নগর ভবন, ঢাকা।
৩৪। প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৩৫। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোঃ (ডিপিডিসি), ঢাকা।
৩৬। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ওয়াসা, কাওরান বাজার, ঢাকা।
৩৭। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা, পুরানা পল্টন, ঢাকা।
৩৮। মহাপরিচালক, এস.এস.এফ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।
৩৯। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ টেলিভিশন, রামপুরা, ঢাকা।

পরবর্তী পৃষ্ঠায় চলমান

/১৫/

৪০। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ বেতার, শাহবাগ, ঢাকা।
৪১। মহাপরিচালক, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, কাকরাইল, ঢাকা।
৪২। মহাপরিচালক, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, ঢাকা।
৪৩। মহাপরিচালক, গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর, ঢাকা।
৪৪। মহাপরিচালক, আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর, ঢাকা।
৪৫। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ঢাকা।
৪৬। মহাপরিচালক, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।
৪৭। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা।
৪৮। নির্বাহী পরিচালক, নজরুল ইনস্টিটিউট, ধানমন্ডি, ঢাকা।
৪৯। মহাপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা।
৫০। মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, ফুলবাড়িয়া, সিদ্দিক বাজার, ঢাকা।
৫১। মহাপরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, ১১২ সার্কিট হাউজ রোড, ঢাকা।
৫২। মহাপরিচালক, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, ঢাকা।
৫৩। মহাপরিচালক, শিশু একাডেমি, ঢাকা।
৫৪। যুগ্মসচিব (সকল), সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫৫। রেজিস্ট্রার, কপিরাইট অফিস ঢাকা।
৫৬। প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।
৫৭। জেলা প্রশাসক, ঢাকা।
৫৮। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা জেলা পরিষদ, ঢাকা।
৫৯। সিভিল সার্জন, ঢাকা।
৬০। পরিচালক, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, ঢাকা।
৬১। পরিচালক, বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ।
৬২। নির্বাহী প্রকৌশলী, পি ডব্লিউ ডি, ই, এম ডিভিশন-৪, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৬৩। ভারপ্রাপ্ত পরিচালক, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমি, বিরিশিরি, নেত্রকোণা।
৬৪। পরিচালক, কক্সবাজার সাংস্কৃতি কেন্দ্র, কক্সবাজার।
৬৫। পরিচালক, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, রাংগামাটি।
৬৬। পরিচালক, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, বান্দরবান।
৬৭। উপপরিচালক, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, খাগড়াছড়ি।
৬৮। উপপরিচালক (চ:দা), রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমি, রাজশাহী।
৬৯। উপপরিচালক, মণিপুরী ললিতকলা একাডেমি, মৌলভীবাজার

অনুলিপি অবগতি ও কার্যার্থে:

১। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। সচিব মহোদয় একান্ত সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। প্রোগ্রামার, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
৫। যুগ্মসচিব (অনুষ্ঠান) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
৬। অফিস কপি।

07/07/2020

টি এম মুছা তালুকদার
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন- ৯৫৪৬০৫৫